সংবাদ

তারিখ 29 NOV 2017
১ কলাম ৪

ঢাবি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি

মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তিতে ভোগান্তি

মানা হচ্ছে না পরিপত্র

আবদুল্লাহ্ আল জোবায়ের

ভর্তি সংক্রান্ত সব কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা প্রমাণে প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদ/গেজেট/মুক্তিবার্তা (লাল বই)/ভারতীয় তালিকার হার্ডকপি না চেয়ে সফটকপি যাচাইয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নতুন যে নিয়ম তা মানছে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মুক্তিযোদ্ধা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

মুক্তিযোদ্ধা : কোটায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টেকনোলজি অনুষদ। এক্ষেত্রে তারা আগের মতোই হার্ডকপি যাচাইনির্ভর হয়ে পড়েছে।

সরেজমিন জানা যায়, গত ৫ নভেম্বর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ থেকে কোটা সংক্রান্ত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছুক মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোটা সংক্রান্ত প্রমাণপত্র যাচাই-বাছাইয়ের কথা জানানো হয়, যা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের পরিপন্থী।

গত ২০ জুলাই, ২০১৭ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জারিকৃত এক পরিপত্রে বলা হয়েছে, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে এখন থেকে এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদ/গেজেট/মুক্তিবার্তা (লাল বই)/ভারতীয় তালিকা যাচাইপূর্বক (সফটকপি) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রদান করা যাবে। সে কারণে আপাততঃ সাময়িক সনদ ও গেজেট/প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদ/ মুক্তিবার্তা (লাল বই)/ভারতীয় তালিকার হার্ডকপি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হবে না। একইভাবে চাকরিতে নিয়োগ, পিআরএল, ভর্তি সংক্রান্ত সব কার্যক্রমের ক্ষেত্রেই এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে রক্ষিত তালিকা যাচাইপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূর্বে প্রদত্ত সাময়িক সনদ ও গেজেট/প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদ/মুক্তিবার্তা (লাল বই)/ভারতীয় তালিকার হার্ডকপি পরীক্ষা করার আবশ্যকতা নেই।'

মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হয় এ প্রতিবেদকের। তারা পরিপত্র জারির বিষয়ে কিছুই জানেন না। তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের যেভাবে ভর্তির নির্দেশিকা দিচ্ছে সেভাবেই আমরা ভর্তিসংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পন্ন করছি।

শিক্ষার্থীরা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুক বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে আসে। অনেকের ঢাকায় থাকার জায়গাও নেই। সেদিক বিবেচনায়, জীবিত মুক্তিযোদ্ধাকে প্রমাণস্বরূপ নিয়ে আসা বা মৃত মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রমাণ করার জন্য কাগজপত্র নিয়ে দৌড়াদৌড়িকে ভোগান্তি হিসেবে দেখছেন তারা। তারা বলেন, হার্ডকপি জমা দেয়ার জন্য এত ভোগান্তি না সয়ে কর্তৃপক্ষ সফটকপি যাচাই করলে আমাদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হতো।

তবে, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রই মেনেই মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে বলে সংবাদকে জানিয়েছেন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জারিকৃত পরিপত্র দেখে আমরা কোন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে হার্ডকপি চাইনি। তিনি আরও বলেন, এটা যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই এটা একাডেমিক কাউন্সিলে ওঠানোর প্রয়োজন নেই।

তবে ভিন্নমত পোষণ করেছেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক. ড. সাদেকা হালিম। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের পরও আমরা যাচাই-বাছাই করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য সব অনুষদের মতই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদেও যাচাই-বাছাই করা হয়, এবারও আমরা তা অব্যাহত রাখব।

এ ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হাসানুজ্জামান সংবাদকে বলেন, কোন প্রজ্ঞাপন জারি হলে তা আগে একাডেমিক কাউন্সিলে পাঠাতে হবে। পরে তা সিন্ডিকেট হয়ে অনুষদে আসবে। একাডেমিক কাউন্সিল বা সিন্ডিকেটে এ ব্যাপারে কোন প্রজ্ঞাপন উত্থাপন করা হয়নি। সেক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপন জারি হলেই আমি আগে থেকে চলে আসা নিয়ম পরিবর্তন করতে পারি না। তিনি আরও বলেন, অনলাইনের তালিকা আমরা যাচাইবাছাই করছি, মন্ত্রণালয়ে পাঠাচ্ছি না। গত বছর যেভাবে কোটায় ভর্তি নেয়া হয়েছিল এবার সেভাবেই শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হচ্ছে। নতুন নির্দেশনা আসলে সেভাবেই ভর্তি করানো হবে। সার্বিক বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যে পরিপত্র জারি হয়েছে তা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের অনুসরণ করা উচিত ছিল। আমি বিষয়টি দেখছি।